প্রচ্ছদটা কিন্তু প্রথমে করা হয়েছিল অন্যভাবে। সেখানে ছিল শুধু দুই নেত্রীর ছবি। দু'জন দুই দিকে তাকিয়ে, এটাই তাদের স্বাভাবিক চিত্র। কেননা তাদের আচার-আচরণে কখনই মনে হওয়া সম্ভব না একজন অন্যজনকে সহ্য করতে পারেন। অবশ্য এত অমিলের পরও কিছু কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রচুর মিল আছে। যেমন যে কোনো সত্য কথা যদি তাদের বিপক্ষে যায় তাহলেই তারা ক্ষেপে যান। ক্ষেপেই ক্ষান্ত হন না। সর্বশক্তি দিয়ে সেই সত্যকে অসত্য প্রমাণের চেষ্টায় থাকেন - এমন চিন্তা থেকেই সাপ্তাহিক ২০০০ ধরে নিয়েছে প্রচ্ছদ কাহিনীটি দেখেই নেত্রীদ্বয় সংখ্যাটিকে 'যথাযথ মর্যাদা' দিয়ে ওয়েস্ট পেপার বক্স বা ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন। অবশেষে এই চিত্রটিকেই এই সংখ্যার প্রচ্ছদে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

প্রচ্ছদ কাহিনীর শুরুতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে একসঙ্গে সম্বোধন করে চিঠিটি লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে দু'জনের আচরণের কথা। এসব বিবেচনা করে দু'জনকে দুটি আলাদা চিঠি লেখা হয়েছে, সেখানে আছে তাদের অপ্রিয় কিন্তু কিছু সত্য কথা ...

খালেদা জিয়াকে খোলা চিঠি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাত্র ছয় মাস আগে পহেলা অক্টোবরে নির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনে পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় জনগণের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় আপনি এবং আপনার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট জাতীয় সংসদে দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়েছে। এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটি দলকে করে তুলতে পারে একদলীয় শাসকের মতো অন্ধ। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে থাকবে। যদিও ১৯৭০ ও ১৯৭৩-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন লাভ করেছিল। ১৯৭৯-এর দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনার প্রয়াত স্বামী জিয়াউর রহমান ও তার প্রতিষ্ঠিত বিএনপিও দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করেছিলেন। তবে সেসব প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবারের নির্বাচন ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন তৃতীয় নির্বাচন। বিরোধীদল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে স্থূল কারচুপির যে অভিযোগই করুক না কেন, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, অসঙ্গতি, কালো টাকা, সন্ত্রাসের দৌরাত্ম্যের পরও দেশবাসী এই নির্বাচনের ফলাফলকে তাদের বিজয় বলেই ধরে নিয়েছিল। তারা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়েছিল। আপনি নিজেও বলেছেন, আপনার দল ও জোটের নেতারাও বারবার বলেছেন যে জনগণ 'পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায়' আপনাদের ভোট দিয়েছে।

জনমনের এই আকাঙ্ক্ষারই আপনি প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে দেয়া প্রথম ভাষণে। নির্বাচনে বিজয় লাভ করার পরপরই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য আপনি ওমরাহ করতে ছুটে গিয়েছিলেন পবিত্র মক্কা নগরীতে। সেখান থেকে ফিরে এসে জাতিকে যে বাণী প্রদান করেছিলেন তাকে সবাই আপনার হৃদয় নিঃসৃত, জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে উৎসারিত বলে মনে করেছে। আপনার ঐ বক্তৃতায় নিজেদের আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে তারা আশ্বস্ত হয়েছে।

জাতির উদ্দেশে সেই ভাষণে আপনি বলেছিলেন, 'গত পাঁচ বছরের সন্ত্রাসে আপনারা কত দুর্ভাবনায় ভুগেছেন। আর তাই পহেলা অক্টোবরে আপনারা দলে দলে এসেছেন সেই কালরাত দূর করার জন্য। ... আমরা আপনাদের এই দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করব।' বলেছিলেন, 'আল্লাহতায়ালার মেহেরবাণীতে অর্জিত এই বিজয় প্রকৃতপক্ষে এ দেশের শান্তিপ্রিয় ও গণতন্ত্রকামী সকল মানুষের বিজয়। এ বিজয় দুঃশাসনের পরিবর্তে সুশাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষের বিজয়...।'

আপনি আরও বলেছিলেন, 'এ বিজয় অতীত আশ্রয়ী প্রতিশোধপরায়ণ রাজনীতির বিরুদ্ধে, ভবিষ্যতে প্রগতি ও একতাবদ্ধ হবার রাজনীতির বিজয়। এ বিজয় আত্মীয়করণ ও দলীয়করণের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুবিধাভোগী, স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান মানুষের বিরুদ্ধে ভাগ্যবিড়ম্বিত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিজয়'। ব্যস কথাতেই ভোলাতে চেয়েছেন সবাইকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এরপর আপনি জনগণের চোখে মায়াঞ্জন বোলানোর মতো আপনার সরকারের একশ' দিনের এক কর্মসূচি দিয়েছিলেন। আপনার বক্তৃতা লেখকরা উন্নত বিশ্বের রাজনীতিকদের ঢং অনুকরণ করিয়েছিল আপনাকে দিয়ে। জনগণ আপনার ঐ একশ' দিনের কর্মসূচির কথা শুনে কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কারণ তারা এর আগে পত্রপত্রিকায় নতুন সরকারের জন্য দেয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যারি এ্যান পিটার্সের একশ' দিনের কর্মসূচি দেখেছিল। তার সঙ্গে আপনার কর্মসূচিকে গুলিয়ে ফেলেছিল। যাই হোক, তারপরও তারা আস্থা রেখেছে। ভরসা করতে চেয়েছে আপনার কথার ওপর। ঐ একশ' দিন পার হয়ে গেছে। আপনার সরকার কথা মতো প্রকাশ করল শ্বেতপত্র। সেখানে মিগ-২৯-এর কথা আছে। নেই বঙ্গবন্ধু ফ্রিগেটের কাহিনী। হয়তো আপনার লোকজন চিন্তিত ছিল যদি আপনার নব্য পোষ্য কোনো ব্যবসায়ীর হাঁড়ির খবর বেরিয়ে পড়ে। আপনার অর্থমন্ত্রী, সরকার সব সময় যে বলছে ডলার পাচার হয়ে গেছে তার কোনো হিসাব দেননি শ্বেতপত্রে। বিরোধী দলের কয়েকজন মন্ত্রীর দুর্নীতির হিসাব আছে। নেই যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ। এরপর শুরু হলো আপনার ১০০ দিনের সাফল্যের গীতকথার প্রচার। রেডিও-টিভি তাদের স্বভাবসুলভ চরিত্রের কারণেই অনেক গুণগান করেছে। তবে মানুষ এখন হিসাব করে দেখেছে যে 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নাই।'

সেই একশ' দিনের কর্মসূচির মূল্যায়ন করার জন্য আপনাকে এই লেখা নয়। আপনি আপনার ঐ বক্তব্যের শুরুতে দেশবাসীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনার কথা শুরু করেছিলেন সেই নিয়েই আজ আপনাকে লিখছি।

সন্ত্রাসের খবর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি বলেছিলেন পাঁচ বছরের সন্ত্রাসের দুর্ভাবনা থেকে মুক্তির জন্য পহেলা অক্টোবর মানুষ দলে দলে ভোটকেন্দ্রে এসে আপনাদের ভোট দিয়েছিল। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানকে আপনি আপনার সরকারের প্রথম কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছিলেন।

কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপনার অভিযান যে এক পাও এগোয়নি তা এখন আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ করছেন। আপনার মন্ত্রিসভার আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি দফায় দফায় বৈঠক করেও আইনশৃঙ্খলার সুষ্ঠু কোনো বিধান করতে পারেনি। পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাস তো এক বৈঠকে বলেই বসলেন, আমরা মাসে একদিন মিটিং-এ বসি। তারপর মতামত দেই। সেগুলো লেখা হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন, দলীয় অনেক কারণে সন্ত্রাসী ধরা যাচ্ছে না। আর মিটিং-এর টেবিল থেকে বাইরে এসে সেই একই মন্ত্রীরা বলছেন, বিরোধী দল সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। আপনিও সুর মিলাচ্ছেন। ভেবে দেখছেন না এর পরিণতি কী। সন্ত্রাসীরা শুধু বিএনপি'র লেবেল লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে। আপনি হয়তো বলবেন, 'কই আমি তো ব্যবস্থা নিয়েছি। নিজের দলের অনেক কেউকেটা পর্যন্ত গ্রেপ্তার এড়াতে পারেনি।' হ্যাঁ আমরাও আপনার সঙ্গে একমত। ক্ষমতা গ্রহণ করে আপনার দলীয় নেতা-কর্মীদের সংযত রাখতে এবং অতীত সরকারের মন্ত্রী-সাংসদপুত্র-আত্মীয়রা যাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে না পারে সেজন্য দু'একটি চমক দেয়া পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মন্ত্রীর ভাই, সংসদ সদস্যের পুত্র, এমনকি বিশাল ক্ষমতাধর আপনার ছাত্রদল নেতা পিন্টুকে আপনি জেলে পাঠিয়েছেন। অবশ্য আপনার পুলিশের চতুর চার্জশিট তাকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এখানে হাস্যকর বিষয় হচ্ছে, আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, পিন্টুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে আইনশৃঙ্খলা অবস্থা খারাপ হবার ক্ষেত্রে। ছাত্রদল নেতা বলেই হয়তো পিন্টু আজো সগৌরবে টিকে আছে। আর শুধু ছাত্রলীগ করার জন্য আপনার পুলিশ বাহিনী শেখ হাসিনার বাসার সামনে থেকে ধরেছে দশ ছাত্রনেতাকে। হাইকোর্টের রায়ে তারা ছাড়া পাবার পর ডিবি পুলিশ তাদেরকে কল্পিত আসামি ভাবছে হত্যা মামলার। কিন্তু যে সন্ত্রাসীর আপনার সরকারই টপটেরর আখ্যায়িত করে তালিকা প্রকাশ করেছে সেই তেইশ সন্ত্রাসীদের কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি। বরং জানা গেছে যে, তাদের কাউকে কাউকে বিশেষ ব্যবস্থায় বিদেশ পাঠানো হয়েছে। এসব সন্ত্রাসী বিএনপিদলীয় পরিচয় এখনও বহন করছে। টোকাই সাগরকে ধরিয়ে দেবার জন্য আপনার পুলিশ পুরস্কার ঘোষণা করে। অথচ তাকে আপনার দল বিএনপি বহিষ্কার করেনি। সে এখনও মহানগর বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে বহাল তবিয়তে আছে। ইমামও সেই তেইশ সন্ত্রাসীর একজন। মোহাম্মদপুরের সবাই জানে রাজু অপরাধী হিসেবে কোন স্তরে। তারপরও সে ওয়ার্ড কমিশনার পদে নির্বাচন করছে আপনার দলের মনোনয়নে। 'ত্যাগী নেতা-কর্মী' এসব অজুহাতে এদেরকে আপনি দলে রাখছেন, নিজের বিপদকে আপনি নিজেই ডেকে আনছেন এসব কয়েকজন সন্ত্রসীর জন্য তা কী বুঝতে পারছেন না?

এখন তো তালিকাভুক্ত সব সন্ত্রাসীর পোয়াবারো। তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারা এখন প্রার্থী। ঢাকা মহানগরে ২৭৮ জন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ওয়ার্ড কমিশনার পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছিল। এরা অধিকাংশই আপনার ও আপনার প্রয়াত স্বামীর ছবিসহ পোস্টারে ছেয়ে ফেলেছে এলাকার দেয়াল। বিএনপি'র স্থানীয় নেতারা তাদের মনোনয়নের জন্য তদবির করেছে। সর্বশেষ যে খবর বেরিয়েছে তাতে বিএনপি জোট ওয়ার্ড কমিশনার হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তালিকা দিয়েছে, তার ৩১ জনই তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। আপনার মন্ত্রিসভার সদস্য কর্নেল (অবঃ) আকবর কুমিল্লার জনসভায় বলেছেন যে, এবার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অন্তত বিশজন সন্ত্রাসী নির্বাচিত হবে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের এই হাল হলে নগরবাসীর জান-মালের নিরাপত্তা কোথায় থাকবে সেটা কি আপনি বলবেন ম্যাডাম!

পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাস তো এক বৈঠকে বলেই বসলেন, আমরা মাসে একদিন মিটিং-এ বসি। তারপর মতামত দেই। সেগুলো লেখা হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন, দলীয় অনেক কারণে সন্ত্রাসী ধরা যাচ্ছে না। আর মিটিং-এর টেবিল থেকে বাইরে এসে সেই একই মন্ত্রীরা বলছেন, বিরোধী দল সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। আপনিও সুর মিলাচ্ছেন। ভেবে দেখছেন না এর পরিণতি কী।

আইনশৃঙ্খলার অবস্থা

ম্যাডাম, আপনি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রীও নিয়োগ দিয়েছেন।

মন্ত্রিসভার আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক এক কমিটিও করে দিয়েছেন। তারা প্রায়ই বৈঠক করে। টেলিভিশনে, সংবাদপত্রে আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধুর মধুর কথায় দেশের মানুষ দিশেহারা। তিনি বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে জনমনে কোনো আতঙ্ক নেই, অস্বস্তি আছে। তিনি বাংলার প্রবাদ ভুলে গেছেন যে 'শান্তির চেয়ে স্বস্তি ভালো'। মানুষকে যদি অস্বস্তি নিয়ে প্রতিদিন দিন যাপন করতে হয় তাহলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি কোথায় হলো! অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি উক্তি এখন এমন বিখ্যাত হয়েছে যে তার প্রচার সচিবকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলতে হচ্ছে, তিনি সে কথা বলেননি। আর সেই কথা হলো 'দেশে খুন বেড়েছে, অপরাধ বাড়েনি'।

ম্যাডাম, আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তির জন্য ধন্যবাদ। আওয়ামী লীগ আমলের শেষভাগে এসে দেশে প্রতিদিন গড়ে খুনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০ জনে। আপনার সরকার আমলে পাঁচ মাসের মাথায় সেটা দাঁড়িয়েছিল গড়ে ৮ জনে। তখনই সবাই বলেছিল, আওয়ামী লীগকে ছাড়িয়ে যেতে আপনাদের বেশি সময় লাগবে না। এখন ছ' মাসের মাথায় বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা যে হিসাব দিয়েছে তাতে গড়ে প্রতিদিন খুনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ জনে।

আর ধর্ষণ এখন প্রতিদিনকার ব্যাপার। আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের ওপর ধর্ষণজনিত আক্রমণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন- ধর্ষণ করতে কেউ দেখেছে কিনা। আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখিয়ে ধর্ষণ করার যুক্তি ধর্ষকদের খুব মনে ধরেছে। রাজশাহীর পুঠিয়ার মাহিমার ধর্ষকরা তার ধর্ষণের ছবি বাজারে বিলি করেছে। এর সঙ্গে জড়িত ছিল আপনার ছাত্রদলের সোনার ছেলেরা। আর আল্লাহর অনুগত বান্দা, আপনার ক্ষমতার বিশেষ খুঁটি জামাতিরা। ফাহিমার পর মাহিমা, সাথী, শিশু তানিয়া, আরও কত জনের নাম বলব। ইউএনএফপি আওয়ামী লীগ শাসনামলে রিপোর্ট দিয়েছিল যে বাংলাদেশ নারী নির্যাতনে দুই নম্বর দেশ। পাপুয়া নিউগিনির পর বাংলাদেশের স্থান। আর এখন বাংলাদেশ পৃথিবীর কাছে যদি ধর্ষক দেশ হিসেবে পরিচিত হয় তবে আপনি কি বলবেন?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণে বলেছিলেন এসিডে যেন কারো মুখ ঝলসে না যায়। এসিড নিক্ষেপের জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান করে আপনার সরকার আইনও প্রণয়ন করেছে। কিন্তু রক্ষক যদি ভক্ষক হয়ে যায় তবে কি অবস্থা হতে পারে সেটা আপনি বোঝেন। এসিড নিক্ষেপের মামলাও নিতে চায় না আপনার পুলিশ।

কেবল এসিড নিক্ষেপ নয়, সারা দেশ এখন চাঁদাবাজদের। আগে যদি একজনকে চাঁদা দিতে হতো এখন দিতে হয় দশজনকে। আপনার দলের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কোনো সাংগঠনিক বিধি-বিধানের ভিত্তিতে এই দল গড়ে ওঠেনি- পরিচালিত হয় না। ক্ষমতায় থেকে অবৈধ পথে দলের জন্ম। সুতরাং সেই জন্মদাগ এত বছরেও ঘোচেনি। অবশ্য কর্মী পরিচয়ে যারা চাঁদাবাজি করছে তাদের দোষ কি? আওয়ামী লীগ শাসনের পাঁচ বছরে নির্যাতিত হয়েছে, এলাকা ছাড়া হয়ে থাকতে হয়েছে এই অভিযোগে সে সময়কার ক্ষমতাসীনদের ওপর যখন দলের নেতারা চাঁদা ধরেন তখন নিচের পর্যায়ে চাঁদাবাজি কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে সেটা অনুমেয়।

এখন চাঁদা আর রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যাপার নয়, দলের সমর্থনের নামে ষোলো থেকে বাইশ বছরের যুবকরা সবাই চাঁদাবাজি করে বেড়াচ্ছে। পুলিশ ও প্রশাসন নির্বিকার। তাদের কিছুই করার নেই যেন।

আর এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ কখনো আপনার দলের নেতা-কর্মী, আপনিও বলেন যে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা দল পাল্টে আপনাদের দলে যোগ দিয়ে এসব কর্মকান্ড ঘটাচ্ছে। কিন্তু আপনারাই তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ছ' মাস আগে নতুন কোনো ব্যক্তিকে দলে নেয়া হবে না। আপনার ছেলে তারেক জিয়া তার নতুন সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনায় বগুড়ায় একথা বলেছিলেন।

আপনার সরকার কথা মতো প্রকাশ করল শ্বেতপত্র। সেখানে মিগ-২৯-এর কথা আছে। নেই বঙ্গবন্ধু ফ্রিগেটের কাহিনী। হয়তো আপনার লোকজন চিন্তিত ছিল যদি আপনার নব্য পোষ্য কোনো ব্যবসায়ীর হাঁড়ির খবর বেরিয়ে পড়ে। আপনার অর্থমন্ত্রী, সরকার সব সময় যে বলছে ডলার পাচার হয়ে গেছে তার কোনো হিসাব দেননি শ্বেতপত্রে।

সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আওয়ামী লীগ শাসনামলে ঢাকার যানজট নিরসনের জন্য মাঝে মাঝেই সেনাবাহিনী নিয়োগ করায় আপনি তাদের সমালোচনা করেছিলেন। আর এখন ঢাকার পানি সংকট নিরসনের জন্য পাম্পসমূহ পাহারা দিতে এবং পানির প্রবাহ যাতে কেউ অন্য দিকে না নিতে পারে তার জন্য আপনার সরকার ঢাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছেন।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেখে ঢাকা মহানগর আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় আপনার সংসদ সদস্যরা যখন অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করার কথা বলেছিলেন তখন আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জোরগলায় তাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমন পর্যায় পৌঁছে নাই যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে হবে। এখন আপনি নিজে জাতীয় সংসদে বলেছেন যে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে প্রয়োজনে সেনাবাহিনী নামানো হবে। তা হলে ম্যাডাম, পরিস্থিতিটা ছয় মাসে কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেটা আপনি নিজেই এখন অনুভব করতে পারছেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদেশে প্রচারণা

ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী, গত ছয় মাসে বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে কি ধারণা সৃষ্টি হয়েছে সেটা এখন আপনার জানা। ফার ইস্টার্ন রিভিউ তার সাম্প্রতিক সংখ্যায় বাংলাদেশকে সন্ত্রাসের ঘাঁটি হিসেবে বর্ণনা করে তার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছে। ম্যাডাম আপনার সরকার বলেছে যে এটা বাংলাদেশ বিরোধী শক্তির প্রচারণা। আপনি নিজে জাতীয় সংসদে বলেছেন যে একটি মহল বিদেশের মাটিতে অবস্থান করে দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। দেশ ও সরকারের অবমূল্যায়নের জন্য মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করছে। এর জন্য ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করছে।

কিন্তু দেশের ভেতর সে রকম ঘটনা না থাকলে এসব মহল সে ধরনের প্রচার কিভাবে করতে পারত বা পারে। সরকার ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ওয়ালস্ট্রিট জার্নালেও একই কথা লেখা হচ্ছে। এখন বিদেশের মাটিতে বসে কোন দুষ্কৃতকারীরা এ ধরনের প্রচার করছে ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী, আপনি সেটা বলবেন কি? প্যারিসে আপনার অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের দাতা দেশগুলোর প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে এলেন সেসব কোন প্রশ্ন। সেখানে দাতাগোষ্ঠীরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলকে সন্ত্রাস, সংখ্যালঘু নির্যাতন, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপরাধ প্রবণতার ক্রমবৃদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। বাংলাদেশের প্রতি তাদের সাহায্যকে এসব অভিযোগ দূর করার শর্ত সাপেক্ষ করেছেন। তাহলে দোষটা বিদেশের মাটিতে অবস্থানরত একটি মহলকে দেয়া হচ্ছে কেন? তারা কারা ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী?

বাংলাদেশের ভাবমূর্তিটি বিদেশে কি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের এই ভাবমূর্তিটি কি? বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নারী নির্যাতনের, ধর্মীয় মৌলবাদী উগ্রপন্থার। এর আগে আপনার শাসনামলেই কতিপয় মোল্লার জন্য তসলিমা নাসরিনকে দেশছাড়া হতে হয়েছিল। তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য দেশের সচেতন মহল সমর্থন করেনি। কিন্তু কিছু মোল্লার জন্য একজন নারীকে দেশ ছাড়া করলে পরিণামে সে দেশের ভাবমূর্তি কি দাঁড়ায় সেটা আপনার অনুধাবন না করার কথা নয়। আপনার সেই শাসনে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্যাপক বিরূপ প্রচার হয়েছিল।

আর এবার? এবার নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা আপনি যতই অস্বীকার করুন না কেন গত ত্রিশ বছরে এইবারের মত দেশের সংখ্যালঘুরা এত অসহায় বোধ করেনি। কেবল দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক দলগুলোই নয়, দেশের বাইরে ইউরোপীয়ান কমিশন, জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন, এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর সংখ্যালঘু নিপীড়নের ব্যাপারে আপনার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্যারিস বৈঠকেও সরাসরি বলেছে। কিন্তু তখনও আপনি বলে বসেছেন যে একটি দল পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করে চলেছে। এটা সত্য যে, গুজরাটে সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে যাতে সে ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটে তার জন্য আপনার সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল। সেজন্য আপনি বিশেষ প্রশংসার প্রাপ্য। এ ব্যাপারে আপনার জোটের শরিক জামায়াতীরাও আপনাকে টলাতে পারেনি। কিন্তু আপনি এই সত্যকে কিভাবে অস্বীকার করতে পারবেন যে আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জামায়াতের সাঈদীর মত হিন্দুদের এ দেশে 'গেস্ট' বলে মনে করেন। কেবল তাই নয় আপনি যখন গুজরাটের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় এ দেশে যাতে কোনো ঘটনা না ঘটে তার জন্য বলেন তখন আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটাই অস্বাভাবিক। ঘটাই স্বাভাবিক। এ ধরনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রেখে আপনি আপনার সরকারের ভাবমূর্তি বজায় রাখবেন কিভাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি সংসদে বলেছেন যে বাংলাদেশকে 'মডারেট ইসলামিক দেশ' হিসাবে আমেরিকাও স্বীকার করেছে। কিন্তু এই 'মডারেট' আর 'এক্সট্রিম'-এর তফাৎ কতটুকু। চট্টগ্রামের মাদ্রাসাগুলো থেকে যখন একে-৪৭ রাইফেল বের হয় সেটা তখন কিসের আলামত? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে।

এর ফলাফল ভোগ করবে কারা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশের এই প্রচারের ফলাফল ভাগ করবে আমাদের নতুন প্রজন্ম যাদের আপনি আপনার ভাষণে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বিএনপি তাদের জন্য ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করবে। সামনের দিকে তাকাতে সাহায্য করবে।

কিন্তু ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী, আপনার নিজামী-সাঈদীদের বদৌলতে বিদেশে বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে তাতে আইটি প্রযুক্তি জ্ঞানলব্ধ তরুণরা বিদেশে আর চাকরি পাবে না। ইতিমধ্যেই আমেরিকায় বাংলাদেশী তরুণদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ইউরোপের দেশগুলোতে তাদের ঢুকতে দেয়া হয় না। বিশ্বায়নের সুফল ব্যবহার করার কথা বলেন বিশ্বায়নের এই যুগে বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনারা? দেশে বিদেশী বিনিয়োগ আসবে না। বিদেশের মাটিতে কাজ পাওয়া যাবে না। আপনার জোটের পশ্চাদগামী রাজনীতির যুপকাষ্ঠে এই তরুণরা বলি হবে কেন? তবে আশার আলো এখনও আছে। জাপানি বিনিয়োগকারী ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যদের অনেকেই স্কয়ারের মত প্রতিষ্ঠান ঘুরে বলছেন এদেশে বিনিয়োগ করার পরিবেশ এখনও আছে। তাদের এই প্রশংসাবাণী কতদিন থাকবে তা ভাবতে হবে আপনাকে এবং এখনই। সেভাবে কাজও চালাতে হবে। আপনাকে বুঝতে হবে আপনার মুখে মধুর কথা আর মানাচ্ছে না। মানুষ কাজ দেখতে চায়।

আপনার পুলিশের চতুর চার্জশিট তাকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এখানে হাস্যকর বিষয় হচ্ছে, আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, পিন্টুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে আইনশৃঙ্খলা অবস্থা খারাপ হবার ক্ষেত্রে। ছাত্রদল নেতা বলেই হয়তো পিন্টু আজো সগৌরবে টিকে আছে। আর শুধু ছাত্রলীগ করার জন্য আপনার পুলিশ বাহিনী শেখ হাসিনার বাসার সামনে থেকে ধরেছে দশ ছাত্রনেতাকে

প্রতিশোধপরায়ণতার রাজনীতি

জাতির উদ্দেশে দেয়া প্রথম ভাষণে বলেছিলেন, আপনার বিজয় অতীতাশ্রয়ী প্রতিশোধপরায়ণতার রাজনীতির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে প্রগতি ও একতাবদ্ধ হবার রাজনীতির বিজয়।

কিন্তু ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী, আপনার কথা ও কাজের কোনো মিল পাওয়া যায়! আপনি বলেছিলেন আওয়ামী লীগ হামলা-মামলার রাজনীতি করছে। আপনার সরকার ইতিমধ্যেই প্রতিশোধপরায়ণতার রাজনীতিতে রেকর্ড স্থাপন করেছে। এটা ঠিক যে আপনার আওয়ামী লীগের মত জয়নাল হাজারী, তাহের, আবুল হাসানাত, শামীম ওসমান নেই। কিন্তু ফেনী, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়েছে! কেবল সময় পাল্টেছে। সেই টর্চার চেম্বার, সেই প্রতিপক্ষ খুন, টেন্ডার দখল, নদীদখল, বাড়ি দখল, জমি দখল কবরস্থান দখল সবই বহাল আছে। এখানে আপনার দল এখন সরকারি দলের পুরো সুবিধাই নিচ্ছে। লক্ষ্মীপুরের ২৩ মামলার আসামি দীপু ছাড়া পেলে দেয়া হচ্ছে গণসংবর্ধনা। সেখানে প্রধান অতিথি থাকছেন সদরের এমপি শহীউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। এখন পুলিশ কোন সাহসে পরবর্তী কোনো অপরাধের জন্য দীপুকে ধরবে। তার ওপর আপনার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম ফেনীতে এক জনসভায় স্থানীয় প্রশাসনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন 'আমি এ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলছি, শুধু আমাদের ছেলেদের কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আগে আওয়ামী লীগের ছেলেদের গ্রেপ্তার করতে হবে।' সুবিধাবাদী পুলিশ সেই কাজ করছে। বিএনপি'র পাতি নেতারা হয়ে উঠছে সন্ত্রাসের ধারক-বাহক। তবে এক্ষেত্রে আপনার কৃতিত্ব যে নিচের তলায় একাজগুলো পূর্বের মত অব্যাহত থাকলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আপনি এটাকে একটা 'সফিস্টিকেটেড' (Sphisticated) রূপ দিয়েছেন। কেবল দলীয় ক্যাডার বাহিনীর ব্যবহার নয়, আপনার সরকার রাষ্ট্রীয় ক্যাডার বাহিনী ব্যবহার করছেন। বাহাউদ্দীন নাসিম, ম. খা. আলমগীরের কথা একবার চিন্তা করুন। আপনার ফালুর বিরুদ্ধে যদি একই ধরনের নির্যাতন হত তাহলে আপনার প্রতিক্রিয়া কি হতো। আর ড. ম. খা. আলমগীরের ব্যাপারে দেশবাসীর কিছু অজানা নয়। তাহলে তাকে এভাবে মারধর করে 'হিরো' বানাতে হবে কেন।

ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের ওপর পাকিস্তানি ভূতের আসরের কথা সবাই বলে। সেটা যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন পাকিস্তানি কায়দায় আপনি যখন তখন 'রাষ্ট্রদ্রোহীতার' অভিযোগ আনেন বিরোধীদলের বিরুদ্ধে। এমনকি প্রশিকার কর্মীরাও আপনার সরকারের এই অভিযোগ

আপনার দল এখন সরকারি দলের পুরো সুবিধাই নিচ্ছে। লক্ষ্মীপুরের ২৩ মামলার আসামি দীপু ছাড়া পেলে দেয়া হচ্ছে গণসংবর্ধনা। সেখানে প্রধান অতিথি থাকছেন সদরের এমপি শহীউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। এখন পুলিশ কোন সাহসে পরবর্তী কোনো অপরাধের জন্য দীপুকে ধরবে।

থেকে রোহাই পায়নি। কাস্টডিতে নিপীড়নের যে রীতি আপনারা চালু করেছেন তা পুরনো সব রেকর্ডকেই ছাড়িয়ে গেছে। ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী আপনি প্রতিশোধপরায়ণ না হওয়ার জন্য বলেছিলেন। এখন কেবল ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয়াই হচ্ছে না, দলীয় প্রতিশোধও নেয়া হচ্ছে। বিরোধীদলগুলোকে সভা সমাবেশ, এমনকি অনশনও করতে দিচ্ছেন না আপনারা। মিছিল, মশাল মিছিল আটকে দিচ্ছেন। লাঠিপেটা, টিয়ারগ্যাস নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এগুলো বিরোধীদলে থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয় না!

অতীত না বর্তমান

ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী, আপনি অতীতাশ্রয়ী রাজনীতি বাদ দিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলেছিলেন। আপনি ভবিষ্যৎ ও প্রগতির কথা বলেছিলেন। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলেছিলেন। মৃতব্যক্তির বন্দনা, আর জীবিত ব্যক্তির স্তাবকতা না করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী আপনিই বলুন, আপনি আপনার কথা রেখেছেন কিনা। জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ বিল বাতিল করে আপনি দেশবাসীকে জোর করে সম্মান আদায়ের দায় থেকে রক্ষা করেছেন ঠিকই, অনাকাঙ্ক্ষিত শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আপনার প্রয়াত স্বামীর প্রতিকৃতি আপনি তুলতে চাচ্ছেন সেটাও বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু জাতি তো কেবল বঙ্গবন্ধু বা জিয়া নয়, জাতি এ দেশের মানুষ। তাদের অনেক নেতা আছে। মওলানা ভাসানী আছেন। মনিসিংহ, শেরে বাংলা এরা বাদ থাকবেন কেন? নিজের কোলে ঝোল টানতে গিয়ে ছবির রাজনীতিতে সবাইকে অপমান করেছেন আপনি। আর ছবি কি ভবিষ্যতের ব্যাপার না অতীতের ব্যাপার। সেই অতীতেই রাখতে চাচ্ছেন আপনি দেশটাকে। আপনার মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বলেছেন যে ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত জিয়া 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ছিলেন'। কি রাজনীতির জ্ঞান! কি ইতিহাসের জ্ঞান! কি সংবিধানের জ্ঞান! এ দেশের সংবিধান বলছে যে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, সেখানে আপনার মন্ত্রী বলছে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত এ দেশটা পূর্ব পাকিস্তান ছিল। আর জিয়া তার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। একারণেই কি আপনারা চট্টগ্রামের হান্নান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নাম পাল্টে শাহ আমানতের নামে নামকরণ করেছেন। এখানেও মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে ধর্মকে দাঁড় করানোর প্রয়াস।

ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী, আমরা আর কত অতীতে থাকব।

কঠিন বর্তমান

ম্যাডাম প্রধামন্ত্রী। আপনি এবং আপনার দল অতীতকে প্রতিষ্ঠার নামে যাই করুন কষ্টটা যাচ্ছে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ওপর দিয়ে। তার প্রথম দিকের উৎসাহ আর নেই। দাতাদের কাছে তাকেই জবাবদিহি করতে হয়। সাহায্য দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে। রপ্তানি নেই। পোশাক শিল্প ধ্বংসের পথে। দেশ এখন চোরাচালান অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত। কৃষকের ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেয়ায় তাদেরও উৎপাদনে অনুৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। আমনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। ইরি-বোরোর ভবিষ্যদ্বাণী ভালো নয়। তিন বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মত সরকারি খাতে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে। আরও আসতে হলে বৈদেশিক মুদ্রার পরিস্থিতি কি হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন কেউ তার কথা শোনে না। অবশ্য সাইফুর রহমান এবার ক্ষমতায় এসে একটু বেশিই কথা বলছেন। বার বার 'টাকা নেই' 'টাকা নেই' শোনানোর জন্য তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি নিঃসন্দেহে। টাকা না থাকলে মন্ত্রীদের পেছনে খরচ কমান। যা করার করেন কিন্তু কথা কম বলেন। মানুষ এসব হতাশার কথা শুনতে চায় না। কেননা তার কাজে তো সে কোনো ফাঁক রাখে না। আর অর্থমন্ত্রীর কথা যদি কেউ না শুনে থাকে তাহলে সেই 'বেয়াদপের' বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। নাকি আপনার কথাও কেউ শোনে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। অতীতে আপনার সরকারের নাম ছিল, 'Government of Non-Governance'। পঞ্চম জাতীয় সংসদে তৎকালীন বিরোধী আসনে বসা আজকের আপনার আইনমন্ত্রী চলৎশক্তিহীন আপনার সরকারকে এই নামে অভিহিত করেছিল। এত বড় বিজয় নিয়েও আপনার সরকার সেই চলৎশক্তি পেয়েছে কিনা তা জানাবেন কী? অভাগা জনগণ জানতে চায় কবে এই দেশের সরকার গতি পাবে।

শেখ হাসিনাকে খোলা চিঠি

মাননীয় বিরোধী দলনেত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতো আপনাকে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সেভাবে শুরু করতে না পারার জন্য দুঃখিত। নির্বাচনে জয়পরাজয় আছে। কিন্তু নির্বাচনে এই জয়পরাজয়ের ঘটনাকে আপনি এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছায় আছেন যে নির্বাচন ও নির্বাচিত ব্যবস্থার প্রতিই জনগণের অনাস্থা বোধের সৃষ্টি হয়। একানব্বইয়ের নির্বাচনের পর আপনি 'সূক্ষ্ম কারচুপি'র অভিযোগ এনেছিলেন। আর এবার এনেছেন 'স্থূল কারচুপি'র অভিযোগ। আর এই অভিযোগ ধরেই আপনি আপনার সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন। দেশ জাতি জনগণ, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কি পরিণতি নিতে যাচ্ছে সে দিকে আপনার খেয়াল নেই। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অর্থ হচ্ছে শ্যাডো গভর্নমেন্ট। একুশ বছর পর নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঁচবছর সরকার চালিয়ে আপনি এবং আপনার দল দেশ পরিচালনায় বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। সংসদে বিরোধী দল হিসেবে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরকারের দেশ পরিচালনার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর ব্যাপারে আপনি এবং আপনারা কথা বলতে পারতেন। বিদেশ থেকে যে মেহমানরা আসেন তারা আপনার সঙ্গে দেখা করেন। কথা বলেন। দেশ সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু তাদের কাছে বিরোধী নেত্রী হিসেবে আপনার পূর্বসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তার দলের কাঁদুনী গাওয়া ছাড়া আর কিছুই দেশবাসীর চোখে পড়ে না। খেলায় হেরে যাওয়া বালিকার মতো যখন আপনি সফররত বিদেশী মেহমানদের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ জানান তখন কি আপনাদের মনে থাকে না যে আপনারা নেত্রী হিসেবে একটি সার্বভৌম দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন- যে দেশের জনগণ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে।

কারচুপির সেই ভাঙা রেকর্ড

মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী এই খোলা চিঠি যে কারণে সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। আপনি অনেক আন্দোলন করে দেশের সংবিধানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন করার বিধান সংবলিত করতে বিএনপিকে বাধ্য করেছিলেন। সেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন হয়েছে। আপনার পূর্ব মেয়াদ শেষ হবার পরই নির্বাচন হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান সব কিছুই আপনার মন মতোই হয়েছিলো। এমনকি রাষ্ট্রপতি যিনি ছিলেন তাকেও

আপনিও সেই সম্মান দিয়ে নিজেও সম্মানিত হতে চেয়েছেন। বিচারপতি রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে আপনি বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে নতুন নজির স্থাপন করেছেন বলে দাবি করেছিলেন।

কিন্তু নির্বাচনের পরাজয় আপনার সব কিছু গোলমাল করে দিয়েছে। আপনি কেবল নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগই আনেননি, এর জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপতি এবং শেষমেশ সেনাবাহিনীকেও দায়ী করে বসেছেন। আপনার হয়ে আপনার সাগরপাড়ের কলমবাজ এখনও পর্যন্ত অশালীন ভাষায় প্রমাণ ছাড়াই কল্পিতভাবে এই প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই লিখে চলেছে। আর নির্বাচন নিয়ে আপনার অভিযোগ ভাঙা রেকর্ডের মতো সমান তালেই বেজে চলেছে।

পদত্যাগের হুমকি

মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী নির্বাচনে পরাজয় সম্পর্কে আপনার অভিযোগ সম্পর্কে আপনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করতে পারতেন। জাতিকে আপনার কথা বলার জন্য জাতীয় সংসদে কথা বলতে পারতেন। কিন্তু প্রথমে আপনি গোঁ ধরেছিলেন আপনারা শপথ নেবেন না। সংসদীয় রাজনীতি করেন। অথচ শপথ নেবেন না- এই প্রতিজ্ঞায় শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেননি। তা ছাড়া বিরোধীদলীয় নেত্রীর সুযোগ সুবিধা, এমপি'র সুযোগ সুবিধা কম কথা নয়। আর আপনাদের ঐ আসন শূন্য হয়ে পড়লে যে বিএনপি তাতে নির্বাচন করিয়ে নেবে সেটা আপনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সময় চলে যাওয়ার আগেই শপথ নিয়েছেন। কিন্তু জেদী মেয়ের মতো খেলবেন না বলে আড়ি দিয়ে রেখেছেন। সংসদে যাননি। যাবেন না বলে জানিয়েছেন বারবার। আবার মাঝে মধ্যে বলছেন, 'যাব না কেন, একদিনের জন্য হলেও যাব।'

মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী আপনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন সে সময়ের কথা মনে পড়ে কি? সে সময় আপনার বিরোধী নেত্রী এভাবে খেলবেন না বলে জেদ ধরেছিলেন। এখন যেমন তিনি আপনাকে আহ্বান জানান আপনিও তাকে সংসদে এসে কথা বলতে বলতেন। বলতেন সংসদ হচ্ছে সমস্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সেই সংসদে এসে কথা বলতে হবে। এখন আপনার নিজের কথাই আপনার ওপর ফিরে আসছে না?

মাননীয় বিরোধীদলের নেত্রী কেবল সংসদে ফেরার কথাই আপনি বলেননি, বিএনপি নেত্রী পদত্যাগে হুমকি দিলে আপনি তাকে বিদ্রূপ করেছিলেন। বলেছিলেন ক্যান্টনমেন্টের রাজনীতি ভালোবাসেন, তাই তিনি সেনা ছাউনির দিকে তাকিয়ে আছেন কি হয় দেখার জন্য। এখন আপনি বিরোধীদল নেত্রী হিসেবে সংসদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র? এখন আপনি কোন ছাউনির দিকে তাকিয়ে আছেন নাকি আপনার বেলায় সব কৌশল জায়েজ?

জনতার মঞ্চ

মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী আপনি সম্প্রতি বলেছেন এই সরকারকে ফেলতে আর 'জনতার মঞ্চ' লাগবে না। বিএনপির শাসনের সময় কিছু সুযোগ সন্ধানী আমলাদের দিয়ে আপনি 'জনতার মঞ্চ' তৈরি করেছিলেন। সেটা ছিল একটা 'সিভিলিয়ান ক্যু'। বিএনপি এবার চালাক হয়েছে। কেবল বিএনপির জন্যই নয়, রাজনীতিতে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য এ ধরনের 'জনতার মঞ্চ'-এর নাটকের পুনরাভিনয় বন্ধ করতে আইন করা প্রয়োজন। বিএনপি সেটাই করছে। আপনার দলীয়করণ, আত্মীয়করণের দ্বারা সাজানো প্রশাসনকে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। সুতরাং 'জনতার মঞ্চ' যে আর হবে না সেটা নিঃসন্দেহ। কারণ 'জনতার মঞ্চে' শামিল হওয়া আমলাদের নেতারা ছাড়া বাকিরা কিছু পায়নি। কিন্তু প্রশাসনকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এখন বিএনপিও নিজের কায়দায় প্রশাসনকে গোছাচ্ছে। সুতরাং 'জনতার মঞ্চে'র প্রয়োজন থাকলেও তার পুনরাবৃত্তি হবে না। তাহলে পথ একটি। সেটা হলো গণআন্দোলন। মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী, গণআন্দোলনের জন্য আপনার দল প্রস্তুত কি?

বিষয়-গণআন্দোলন

মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী আপনি গণআন্দোলনের কথা বলছেন। কিন্তু কোন ইস্যুতে? অর্থনীতির মূল বিষয় সম্পর্কে আপনাদের সঙ্গে বিএনপির পার্থক্য নেই। তেল-গ্যাস-বন্দর আপনারা ক্ষমতায় গেলেও দিয়ে দিতেন। তা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যাজার করে আপনারা ক্ষমতায় যেতে পারবেন কি? পারবেন কি এ সব ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করতে? কারণ আপনার প্রচারপত্র দেশের মানুষের জন্যে নয়, মার্কিনীদের জন্যেই ইংরেজিতে লেখা হয়। লেখা হয় বাংলাদেশ তালেবান কবলিত। নাকি বামপন্থিদের দলে নেবেন পাল্লা প্রচারের জন্য? তাই এসব আন্দোলন করবে? আর আপনারা ফসল তুলবেন। এবার বামপন্থিরাও সতর্ক। তারা আর 'লেজ' হতে রাজি নন। নিজেরা তাদের স্বতন্ত্র অবস্থানে দৃঢ় রয়েছেন। তা হলে আন্দোলনটা করবেন কাকে নিয়ে। আপনি নিজেও জানেন যে পদত্যাগের খেলা আপনি খেলাতে চাচ্ছেন সেটা ষড়যন্ত্রের খেলা। আপনার ক্ষমতাসীন থাকার সময় সাকা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিএনপির দক্ষিণপন্থি গ্রুপটিও একই ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিলো। বিএনপির নেতৃত্ব তাতে পাও দিয়েছিলেন। পরে দলের উদার অংশের চাপে সেখান থেকে পিছিয়ে এসে গণআন্দোলনের পথ নিয়েছিলেন। সেটা তাদের এই বিজয় দিয়েছে বললে ভুল হবে। আপনার পরাজয়ই বিএনপিকে বিজয়ী করেছে। তাই পরবর্তী নির্বাচনে জিততে হলে আগে দল ঠিক করুন। কৌশল নির্ধারণ করুন। সঙ্গে সঙ্গে ভাবমূর্তি ঠিক করুন নিজের এবং দলের। কারণ ছিয়ানব্বইয়ের আগে যেসব ওয়াদা করেছিলেন তা তো রাখতে পারেননি, সরকারে গিয়ে এবার কীভাবে রাখবেন, জনগণের কাছে কীভাবে বিশ্বস্ত হবেন তাই ভাবুন আগে। সংগঠনকে গোছানোর আগে নিজেকে বিশ্লেষণ করুন গত পাঁচ বছরের কথা মাথায় রেখে। শামীম ওসমানকে শেল্টার দিয়েছেন আপনি। আজকে সে সদলবলে পলাতক। এখন নাজমা রহমান ইচ্ছা করলে সংগঠনকে গোছাতে পারেন। কিন্তু কেন তিনি তা করবেন। তিনি তো জানেন ক্ষমতায় এলে আপনার সরকার শামীম ওসমানকেই কোলে বসাবে। আর নাজমা রহমানের ঠিকানা হবে ঘরের চৌহদ্দি। এমন অনেক শামীম ওসমান, নাজমা রহমান আছে আপনার দলে, আপনিই সিদ্ধান্ত নেন, কাকে দেবেন দায়িত্ব।

পরবর্তী নির্বাচনে জিততে হলে আগে দল ঠিক করুন। কৌশল নির্ধারণ করুন। সঙ্গে সঙ্গে ভাবমূর্তি ঠিক করুন নিজের এবং দলের। কারণ ছিয়ানব্বইয়ের আগে যেসব ওয়াদা করেছিলেন তা তো রাখতে পারেননি, সরকারে গিয়ে এবার কীভাবে রাখবেন, জনগণের কাছে কীভাবে বিশ্বস্ত হবেন তাই ভাবুন আগে

আবার হরতাল

মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী আপনি বলেছিলেন বিরোধীদলে গেলেও আপনি

হরতাল করবেন না। বিএনপি'র হরতালের সময় দলীয় অস্ত্রবাজদের পুলিশের ছত্রছায়ায় মাঠে নামিয়েছিলেন। হরতাল নিষিদ্ধ করার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ভেবে কাজ না করার কি পরিণতি হতে পারে সেটা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন। কেবল হরতাল নয়, আপনি রাজনৈতিক সভা সমাবেশ মিছিল করার ওপর নানা কায়দায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। এখন সবই ব্যুমেরাং হয়ে আসছে আপনার ও আপনার দলের ওপর।

আপনি অভিযোগ করছেন যে সংসদে যেখানে কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না, রাজপথে সভা মিছিল করতে দেয়া হচ্ছে না সেখানে হরতাল ছাড়া বিকল্প কি? কিন্তু এটাও আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনাদের ক্ষমতার জন্য সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হবে কেন? কেন আন্দোলনের ফর্ম হিসেবে হরতালের সীমিত ব্যবহার করব না। মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী, ক্ষমতায় থেকে একরকম কথা, ক্ষমতার বাইরে আরেক রকম কথা চলবে কেন? আর মানুষকে এত বোকা ভাবেন কেন!

সংখ্যালঘু ইস্যু

মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী আপনি বিএনপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগ এনেছেন বিদেশে বাংলাদেশের উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার। কিন্তু নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের ওপর যখন নির্যাতন চলেছে তখন আপনার দলের কেউই তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। আপনি নিজেও বিদেশে গিয়ে বলেছিলেন: 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক আপনি যে কনভেনশন করেছেন সেখানে আপনার দল ছাড়া আর কিছুই প্রাধান্য পায়নি। এমনকি সংখ্যালঘুদের ওপর যে সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন চলেছে সেখানে যারা আপনার দলের পরিচয়ে পরিচিত তাদেরই কথা আপনারা বলেছেন।

আর বাংলাদেশে বর্তমান ধর্মীয় রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা- এসবই আপনি নির্বিচারে লালন করেছেন। দেশের সংখ্যালঘুরা মনে করেছিল আপনাদের শাসনে তারা ভালো থাকবে। থাকেনি। থাকতে পারেনি। এমনকি শত্রু সম্পত্তি আইন রহিত করে যে আইনটি আপনি পাস করলেন সেটাও অস্পষ্ট ও অকার্যকরী।

আর বিদেশের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার যে অভিযোগ করেছেন সেটা আপনারাও কম করেননি। বিদেশে বাংলাদেশের বর্তমান ভাবমূর্তি একদিনের সৃষ্টি নয়। একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ হিসেবে জন্ম নিলেও আপনার পিতাই এই দেশকে বিশ্বের কাছে মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও আপনি সেই পরিচয় দিতেই ভালোবাসেন। এখন যখন সেই পরিচয় নিয়ে বিদেশের পত্র-পত্রিকায় কথা হয় তখন আপনার এই সমালোচনা কেন। সেকুলার রাজনীতির কথা গত পাঁচ বছরে করেননি, আন্দোলন কর্মসূচিতে তা রাখেননি।

শামীম ওসমানকে শেল্টার দিয়েছেন আপনি। আজকে সে সদলবলে পলাতক। এখন নাজমা রহমান ইচ্ছা করলে সংগঠনকে গোছাতে পারেন। কিন্তু কেন তিনি তা করবেন। তিনি তো জানেন ক্ষমতায় এলে আপনার সরকার শামীম ওসমানকেই কোলে বসাবে। আর নাজমা রহমানের ঠিকানা হবে ঘরের চৌহদ্দি।

আর এটা কি সত্য নয় যে আপনার অনুসারী সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরা কেবলমাত্র সরকার বিরোধিতার জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যা খুশি তাই লিখছেন। আপনি কি গাফ্ফার চৌধুরীর কলাম পড়েন? পড়েন কি ওয়াহিদুল হকের কলাম? সেসব পড়লে আপনি নিজেই শিউরে উঠবেন এ কোন বাংলাদেশে আপনি বাস করছেন।

মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী প্রধানমন্ত্রী বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য ইন্টারনেটে ওয়েবসাইট ব্যবহারের কথা বলেছেন। আপনি নিজেই বলুন এ ধরনের তৎপরতা কি হচ্ছে না? আপনি নিজেই বালখিল্যতাবশে এসব কাজে উৎসাহ দেন। মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী, দেশটা তো আমাদের সবার। কেবলমাত্র ক্ষমতার জন্য সরকার বিরোধিতার জন্য তার ভাবমূর্তির এই সর্বনাশ কেন করবো। এটা তো ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে আমাদের ওপর। আমাদের ছেলে মেয়েরা বিদেশে চাকরি পাবে না। সন্ত্রাসবাদের অপরাধে কিছু না করেও তারা অভিযুক্ত হবেন। আপনি ক্ষমতায় এলে এটা আপনার ঘাড়েও আসবে। তখন কী বলবেন? হয়তো স্বভাবসুলভ তখনকার বিরোধীদলকে দায়ী করবেন।

নিজেদের দোষ সংশোধন করবেন কি

মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী এবারের নির্বাচনের ফলাফল আপনাকে বড় সুযোগ এনে দিয়েছিল নিজেদের আত্মসমীক্ষা করার। সেটা করলে আপনি অবশ্যই দেখতে পেতেন যে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দুঃশাসনের কি রাজত্ব আপনারা কায়েম করেছিলেন। যে জনগণ এতো ভালোবেসে আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল তারা কেন আপনাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

মাননীয় বিরোধীদলের নেত্রী ঐ সন্ত্রাস এখনও অব্যাহত। সরকারের মতো তাকে দূর করার দায়িত্ব আপনারও। বরং আপনি অনেক ভালো করে ঐ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতেন। কিন্তু সন্ত্রাসীদের পক্ষ টেনে তো সেটা সম্ভব না। মাননীয় বিরোধীদল নেত্রী যে নিদারুণ আত্মীয়করণ, দলীয়করণ সমস্ত প্রশাসনকে ভেঙে টুকরা টুকরা করে দিয়েছে তাকে আবার পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করার। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা আন্দোলনকারী দল। তার দায়দায়িত্ব একটি নির্বাচনে পরাজিত হলেই শেষ হয়ে যায় না। সংসদে স্বাধীনতার কথা বলুন। বলুন নিজামীদের কথা।

মাননীয় বিরোধীদলের নেত্রী! আমাদের সবার প্রয়োজনে এসব করা দরকার। এর জন্য সংঘাত নয়, সমঝোতার রাজনীতি, গোপন ষড়যন্ত্র নয়, খোলা মাঠের খেলা, সংযম, সহনশীলতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিক চর্চার প্রয়োজন।

মাননীয় বিরোধী দল নেত্রী! এই খোলা চিঠি কোনো বিদ্বিষ্ট মনের প্রকাশ নয়। কেবল কিছু বাস্তব কথা আপনাকে বললাম। অনেক কম করেই বলা হলো। কেননা আপনি বিরোধীদলে। কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে দেশের দায়িত্ব আপনার কম নয়। আশা করি দেশের মানুষের কথা আপনার কাছে পৌছুবে। মনকে অবরুদ্ধ রাখবেন না। জনগণের ওপর ভরসা রাখুন। একবার পরাজয় হয়েছে বলে বিজয় কি একেবারেই সুদূর?

গণতন্ত্রকে সচল রাখতে আপনাকে এগিয়ে আসতেই হবে।

ইতি

সাপ্তাহিক ২০০০

আপনাদের দুই নেত্রীর অন্যতম মিল দু'জনই সত্যকে এড়ানোর জন্য বলে থাকেন 'তথ্য সন্ত্রাস' হচ্ছে। সব সময়ই নীল নকশার গন্ধ পান। এসব বলে দায়িত্ব এড়ানোর অজুহাত একবিংশ শতাব্দীতে টিকবে না। সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই খোলা চিঠি কোনো নীল নকশার অংশ নয়। নয় কোনো তথ্যের সন্ত্রাস। এদেশের সাধারণ মানুষের অব্যক্ত বেদনার, বক্তব্যের প্রকাশ।